ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৮৭৭

আগরতলা, ১৫ নভেম্বর,২০১৮

কুটির শিল্পীদের ই-মার্কেটিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেবে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরায় বহু কুটির শিল্পী রয়েছেন। তাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখার মতো। এই শিল্পকে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে কুটির শিল্পীদের সচেতন হতে হবে। এজন্য ই মার্কেটিং মাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশ-বিদেশে বাজারজাত করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ গান্ধীগ্রাম সংলগ্ন হাতিপাড়ায় ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টার ফর লাইভলিহুড এক্সটেনশন আগরতলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী কুটির শিল্পীদের প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করে কুটির শিল্পীদের উদ্দেশ্যে একথাগুলি বলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব কুটির শিল্পীদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য পর্যবেক্ষণ করে তাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর মান আরও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আমাদের কুটির শিল্প পরিবেশ-বান্ধব। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছোট ছোট স্ব-উদ্যোগীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহজভাবে বাজারজাত করতে ই-মার্কেটিং ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সরকার অধীনস্থ জি ই এম (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস)-এর মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতারা সরাসরি যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারও সেই দিশাকে অনুসরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের কুটির শিল্পীদের ই-মার্কেটিং-এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত কুটির শিল্পজাত সামগ্রী যাতে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছায় তার জন্য কুটির শিল্পীদের ই-মার্কেটিং-এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেবে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী কুটির শিল্পীদের জি ই এম (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস)-এর রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে হবে। তারজন্য প্রত্যেক কুটির শিল্পীকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কুটির শিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত রয়েছে। তাদের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার যুবক-যুবতীকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ৩৪ হাজার যুবক-যুবতীর প্রশক্ষিণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার ও ৯৬ হাজার যুবক-যুবতীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কুটির শিল্পীদের পাশে রয়েছে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী কুটির শিল্পীদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিদেশে বাজারজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেন। তিনি কুটির শিল্পীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ও বি এস এফ জওয়ানরা বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করেছেন। এছাড়া তৈরি করা হয়েছে জনঔষধি ও জৈব সার, যা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় গত ১২ নভেম্বর থেকে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। সমাপ্ত হবে ১৬ নভেম্বর। শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ইভেন্টে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছেন তাদের পুরস্কৃত করেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে জাইকা প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন জাইকা প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আশুমান দে। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টার ফর লাইভলিহুড এক্সটেনশন কার্যালয়ের বিজ্ঞানী পবন কে কৌশিক।

*****